প্রথম আলো

তারিখ ... 20 MAR 2012 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

সংবাদ সম্মেলনে রাশেদা কে চৌধুরী

শিক্ষা খাতে বাজেট পর্যাপ্ত নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেছেন, 'বাংলাদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদিচ্ছা আছে। শিক্ষা খাতে বাজেটে বরাদ্দও বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু তার পরও তা পর্যাপ্ত নয়। কারণ, এ বরাদ্দ বাজেটের ১২ শতাংশ, এটি কম করে হলেও ২০ শতাংশ হওয়া উচিত।'

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন রাশেদা কে চৌধুরী ● ছবি : ফোকাস বাংলা

ঢাকায় শিক্ষাসংক্রান্ত আঞ্চলিক পরামর্শ সভা শুরু উপলক্ষে গতকাল সোমবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে রাশেদা কে চৌধুরী এ কথা বলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে সামরিক খাতে বাজেট বাড়ানোর পরও দুই হাজার কোটি টাকা বাড়তি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অথচ, এ খাতের বরাদ্দ অর্ধেক কমানো হলে সব শিশু স্কুলে যেতে পারত। সামরিক খাতে বাজেট বাড়ানোর চিত্র শুধু বাংলাদেশে নয়, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রায় দেশেরই এ অবস্থা। ২০০০ সালে বাংলাদেশ সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা' ঘোষণায় শিক্ষা খাতে জিডিপির ছয় শতাংশ বরাদ্দ দেওয়ার অঙ্গীকার করে। বর্তমানে জিডিপির মাত্র ২ দশমিক ২১ শতাংশ বরাদ্দ আছে, যা চার শতাংশ হলে দাতাগোষ্ঠীর কাছে হাত পাতার দরকার হয় না।

'ন্যাশনাল এডুকেশন কোয়ালিশনস অব দি এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়ন' শীর্ষক তিন দিনের এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাজধানীর রূপসী বাংলা হোটেলে। সম্মেলনের প্রথম দিনে 'সিভিল সোসাইটি এডুকেশন ফান্ড' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-পরিস্থিতি, শিক্ষায় বিনিয়োগ, সরকার ও সুশীল সমাজের ভূমিকাসহ বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সম্মেলনে ১৯টি দেশের ৫০ জন প্রতিনিধি অংশ নিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন সাংসদ, শিক্ষক, সুশীল সমাজসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিরা।

এশিয়া সাউথ প্যাসিফিক অ্যাসোসিয়েশন ফর বেসিক অ্যান্ড অ্যাডাল্ট এডুকেশন (এএসপিবিএই) এবং গণসাক্ষরতা অভিযান এ সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এতে গ্লোবাল ক্যাম্পেইন এডুকেশন, এডুকেশন ইন্টারন্যাশনালসহ বিভিন্ন সংগঠন সহায়তা করছে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় বিভিন্ন দেশের অর্জন এক রকম হয়নি। বিভিন্ন দেশে জেন্ডার সাম্য এসেছে, কিন্তু সমতা আসেনি। সব দেশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দকে বিনিয়োগ হিসেবেও দেখছে না। এসব কারণে ২০১৫ সালের মধ্যে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে দেশগুলোকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে, বিনিয়োগ বাড়ানোসহ শিক্ষার উন্নয়নে সুশীল সমাজকে 'প্রেশার গ্রুপ' হিসেবে কাজ করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বিশ্বে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে বর্তমানে ৭০ লাখ শিক্ষকের সংকট আছে। তাই এ খাতে বিনিয়োগের বিকল্প নেই।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত হচ্ছে ১:৩৯। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত কমে এসেছে, কিন্তু মানসম্মত শিক্ষকের ঘাটতি রয়ে গেছে। শিক্ষক নিয়োগসহ বিভিন্ন খাতে দলীয় রাজনীতির সমস্যা শুধু বাংলাদেশ নয়, প্রায় সব দেশেরই সমস্যা।

সংবাদ সম্মেলনে এএসপিবিএইর মহাসচিব মারিয়া লরডেস আলমাজান খান, অস্ট্রেলিয়ার বার্নি লভগ্রোভ, মালয়েশিয়ার অ্যালয়সিয়াস ম্যাথিউস, ভারতের জগদীশ ঠাকুর, মঙ্গোলিয়ার তাংগালাগ ডনডোগডুলাম, পাপুয়া নিউগিনির প্রিসিলা কারে প্রমুখ বক্তব্য দেন। তাঁদের মতে, সরকার চাইলে সবকিছুই সম্ভব।